দৈনিক সংবাদ

JUN 07 2002

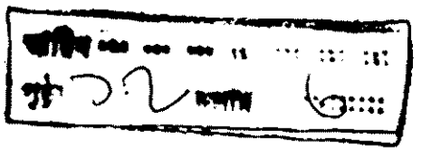

করের আওতায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও এনজিও

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোকে করের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এনজিওদের ব্যবসায়িক কাজের জন্য কম সুবিধা দেয়া হবে। অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তি, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডেন্টাল কলেজসহ অন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় করমুক্ত থাকবে।

বাজেট পেশকালে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেন, সাম্প্রতিককালে দেশে বেসরকারি উদ্যোগে যেসব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে তার সবই বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এরা বেতন, পরিবহন, পাঠ্যপুস্তক ও খাতার জন্য উচ্চমূল্যের কি নিচ্ছে। সেখানে আমাদের স্বল্পবিত্তের পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পায় না। এ ধরনের বৈষম্যমূলক শিক্ষা শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি করছে, যা সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক নয়। এনজিও সম্পর্কে তিনি বলেন, এনজিওগুলো প্রথমে অমুনাফাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হচ্ছে। এনজিওদের মাইক্রোক্রেডিটজনিত আয় ছাড়া অন্যসব আয় করের আওতায় আনা হয়েছে।